জীবনাবসান

আসাম রাজ্যে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কর্মী কমরেড বনলতা দেবী দীর্ঘ চার মাস দুরারোগ্য চর্মরোগে ভুগে ২৬ অক্টোবর গুয়াহাটির হায়াত হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। ২০০১ সালে তিনি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সঙ্গে যুক্ত হন। দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে অবিভক্ত নলবাড়ী জেলায় দল গঠন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁর জন্মস্থান বাক্সা জেলার বরমার হেরামজার গ্রামে তিনি স্থানীয় হেরামজার মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। নম্র, আন্তরিক, দরদি স্বভাবের শিক্ষক হিসাবে তিনি ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী শিক্ষক এবং অঞ্চলবাসী জনগণের প্রিয় ছিলেন। বরমা অঞ্চলে বোড়ো আন্দোলনের নামে উগ্র গোষ্ঠীবাদী চিন্তার মারাত্মক প্রভাব থাকায় সেখানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা ছিল অত্যন্ত অসুবিধাজনক। এর মধ্যেও তিনি আমৃত্যু কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা বুকে বহন করেছিলেন। দলের সভা-সমিতিতে তিনি সাধ্যমতো অংশগ্রহণ করতেন। এ আই এম এস এসের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দলের নলবাড়ী জেলা কার্যালয়ের জমি ক্রয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য সাহায্য দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বল দিকগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর মরদেহ দলের রাজ্য কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। দলের আসাম রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস, এ আই কে কে এম এসের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড কান্তিময় দেব, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড ভবতোষ চক্রবর্তী, এ আই এম এস এস রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড চিত্রলেখা দাস, এ আই ডি ওয়াই ও রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কমরেড জিতেন্দ্র চালিহা এবং দলের নগাঁও জেলার পক্ষ থেকে কমরেড বর্ণালী শর্মা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

কমরেড বনলতা দেবী লাল সেলাম

পুরুলিয়া জেলার পাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডুমুরকোলা গ্রামের প্রবীণ পার্টি কর্মী কমরেড ক্ষেত্রনাথ কৈবর্ত বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ৯ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার সাথে সাথেই দলের কর্মী-সমর্থক সহ এলাকার বহু সাধারণ মানুষ ছুটে যান এবং মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

ষাটের দশকে এস ইউ সি আই (সি)-র পুরুলিয়া জেলার অন্যতম নেতা প্রয়াত কমরেড ভাস্কর ভদ্রের মাধ্যমে তিনি মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং নিজেকে দলের সঙ্গে যুক্ত করেন। ধীরে ধীরে নিজেকে কর্মী ও আঞ্চলিক স্তরের এক নেতা হিসাবে গড়ে তোলেন। কমরেড কৈবর্ত রেলের আদ্রা ডিভিশনে কর্মরত অবস্থায় রেল কর্মচারীদের নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের সময় তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের সর্বপ্রকার ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি এলাকার গরিব চাষি-শ্রমিকের ছিলেন আপনজন। তাঁদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। আবার দল যখন লাগাতার সাংগঠনিক কাজের জন্য তাঁকে অন্য এলাকাতে পাঠান তখন তিনি চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে দিনের পর দিন কাজ করেছেন।

মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি সাধারণ মানুষের নানা কাজে সাহায্য করে গেছেন। এমনকী দূরদূরান্তে নিয়ে গিয়ে বহু মানুষের চিকিৎসা করিয়েছেন।

তিনি পরিবারের সকল সদস্যকে দলের সমর্থক ও দরদি হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। দলের কর্মীদের জন্য তাঁর বাড়ির দরজা সবসময় খোলা থাকত। কমরেড ক্ষেত্রনাথ কৈবর্তর প্রয়াণে দল একজন সৎ, পরোপকারী প্রবীণ কর্মীকে হারাল, এলাকার মানুষ হারাল তাঁদের আপনজনকে।

কমরেড ক্ষেত্রনাথ কৈবর্ত লাল সেলাম